- ডাঃ বিনায়ক সেন -

শ্যামলী খাস্তগীর

আত্মীয়-সম প্রিয়জন সম্বন্ধে বলা সবচেয়ে কঠিন। ডাঃ বিনায়ক সেন আত্মীয় বন্ধু মহলে রাণা বলেই পরিচিত। আজ কতদিন হয়ে গেল জেলখানায় বন্দী। তার একমাত্র কারণ বোধ হয় সে কেন আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মত গাড়ি-বাড়ি-কেরিয়ার গোছাতে ব্যস্ত নয়। ডাক্তার হওয়া সত্তেও গাদাগাদা টাকার পেছনে না ছুটে সে আদিবাসী ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের সেবায় ও সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর।

জেলখানায় বিনায়কের সান্নিধ্যে যে সব কয়েদিরা এসেছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই জীবনের দিশা পাল্টে যেতে বাধ্য। তাঁর শান্ত হাসিমুখ ও কথাবার্তা, যে কোন মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করবে- এ আমার বিশ্বাস।

আমি যখন ৮০'র দশকের গোড়ায় বহুকাল পরে দেশে ফিরলাম, ধীর্ঘকাল পারমাণবিক উন্মাদনা, যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসার প্রতিবাদ ও তাকে আরও গভীরে বুঝবার ফলস্বরূপ মনে হয়েছিল ভারতবর্ষ ও অন্যান্য গরীব দেশের মানুষ, যারা প্রকৃতির ছন্দ সম্পূর্ণ ভুলে যায় নি, হয়তো বা নেহাত বাধ্য হয়েই ফসল ফলিয়ে নিজেরা আধপেটা খেয়ে শহরকেও অন্ন যোগায়, তাদের কাছে অনেক শেখার আছে। তারাই হয়তো এই সুন্দর বসুন্ধরাকে বাঁচার পথ প্রদর্শন করতে পারবে। সেই ভাবনা নিয়েই আমার দেশে ফেরা ও দেশে যে সব মানুষ স্বাবলম্বন ও সেবার কাজে সমাজ পরিবর্ত্তনের জন্য গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত, এরকম বহুজনের সঙ্গে পরিচয় হয় ক্রমশই। মনে আছে ১৯৮২ কি ১৯৮৩ সালের মাঘোৎসবে ব্রাহ্মসমাজে যুব উৎসবের দিন এক আলোচনা সভায় ক্ষোভের সঙ্গেই কিছু বলেছিলাম। যাঁরা কত ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, সমাজ পরিবর্ত্তনের আশায়। সব ধর্মরে মানুষকে ভাবের আদান প্রদান, শিক্ষা ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শক ছিলেন। আজও দেশে ও সারা পৃথিবীতে যে কত সমস্যা, তার জন্য কেন ব্রাহ্মসমাজের যুব সম্প্রদায় নীরব? শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন পূর্বপরিচিত ছিলেন। হঠাৎ এক মহিলা ভিড় ঠেলে এসে ধীর কণ্ঠে বললেন, "আমার বড় ছেলে রাণা যা করছে, তা তোমার ভাল লাগবে। ও এলে খবর দেব।" তার কিছুদিন বাদে একটা পোষ্টকার্ড এলো, রাণা বা বিনায়কের কাছ থেকে যে, ও কলকাতায় এসেছে। আমি ওর চিঠি পেয়েই কলকাতায় ওর ভাই মনার ফ্লাট বাড়িতে হাজির হলাম। ওর বাবা ডাঃ দেবপ্রসাদ সেন এবং মা অনুসূয়া সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় লখনউ তে। তবে শান্তিনিকেতন ও ব্রাহ্মসমাজ সূত্রে কয়েক পুরুষ ধরেই পারিবারিক যোগসূত্র। বিনায়কের বড় পিসি, অর্থাৎ দেবুদার বোন অমিতা সেন (খুকু) ছিলেন রবীন্দ্র স্নেহধন্যা গায়িকা। এঁদের পরিবারের সবাই একত্রে গান গেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেন। সেই সন্ধ্যাটিও কাটল বহু ব্রাহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে। তারই ফাঁকে ফাঁকে ছত্তিশগড়ে ওরা শ্রমিকদের সাহায্যে যে হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন, খাদান কর্মীদের দুঃখ দুর্দশার কথা ও অন্যান্য ডাক্তাররা, যারা ওষুধ কোম্পানী ও নানা দুর্নীতির সঙ্গে মোকাবিলা করে সাধারণ মানুষের সেবায় কাজ করছেন। মেডিকো ফ্রেন্ডস সার্কেলের এক মহিলা কর্মীও এসেছিলেন, কেরালা থেকে বিনায়কের সঙ্গে তাঁদের পত্রিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করতে। একবেলার জন্য গিয়ে প্রায় দু'দিন কাটিয়ে মনটা ভরে গেল। এঁদের কাজের কথা তো খবরের কাগজে বা পত্রপত্রিকায় বের হয়না, কাজেই জানাও যায় না তেমন। এর বেশ কিছুদিন পরে দেবুদা-রা পূজার ছুটিতে ছত্তিশগড় যাওয়া ঠিক করলেন। আমার জন্যও টিকিট কাটবেন বলে জানালেন। ততদিনে শ্রমিক হাসপাতাল তৈরী হয়ে হেছে- চিকিৎসার কাজও শুরু হয়েছে। ডাঃ আশিষ কুন্ডু, ডাঃ চঞ্চলা সমাজদার ও ডাঃ শৈবাল জানা মনে হয় আগেই ছিলেন। ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ-ও যোগ দিয়েছেন। বিনায়ক তখন দল্লি রাজহড়ার এক পরিত্যক্ত আবাসনে

স্ত্রী ইলিনা ও ছোট্ট মেয়ে প্রাণহিতাকে নিয়ে থাকছিল। জল থাকলেও বিজলি বাতি ছিল না। তার মধ্যেই ক'দিন আনন্দে কাটল। এত রকমের বই! কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়ি? পৃথিবীর সব রকমের সমাজ পরিবর্ত্তনের ভাবনা, যন্ত্র সভ্যতার ভয়াবহতা, কারিগরদের সংঘবদ্ধ হওয়ার কথা, ক্রাফট গিল্ড, ইত্যাদি যে সব চিন্তাভাবনার কথা সচরাচর জানা যায় না, এমন সব মানুষের জীবনী ও অজানা কত ভাবনা-চিন্তা ও সমাজ পরিবর্ত্তনের ভাবনার কত বই - এছাড়া ইলিনার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে রাণা বা বিনায়ককেও যেন ভালভাবে চিনতে পারলাম।

তারপর কতকাল কেটে গেছে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সূত্রপাত, পোখরানের প্রতিবাদ, শঙ্কর গুহ-নিয়োগীর হত্যা, ইত্যাদি নানান প্রতিবাদ সভায় ওদের সঙ্গলাভ হয়েছে, তারাও কয়েকবার এসেছে। কিন্তু এরকম অহিংস শান্ত স্বভাবের গঠনমূলক দায়িত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন এক ডাক্তারকে কীভাবে বন্দী করা সম্ভব? আমরা বাঙালি সমাজ - ব্রাহ্ম সমাজ সবাই চুপ করে আছি। নিজেরই ভাবলে লজ্জা হয়। ডাক্তারের কাছে সব রকমের রুগীরা আসবে। কে কেমন তা বিচার না করেই ডাক্তারের কর্তব্য রুগীর চিকিৎসা করা। সে তো সেই কাজই করেছে। আমি প্রায়ই প্রশ্ন করে থাকি যে, আইনজীবিরা জেনেশুনে টাকার জন্য বধূ-হত্যাকারী ও অন্যান্য অন্যায়কারীদের আদালতে ছাড়িয়ে আনেন, কারণ বাছবিচার না করেই তাদের মক্কেলদের জিতিয়ে দেওয়ার জন্য কেস লড়াটাই নাকি তাদের কর্তব্য। আমি শিক্ষিত সভ্য সমাজের নিয়ম-কানুন, ন্যায় -অন্যায়, উচিত-অনুচিত, কিছুই বুঝি না। আপাতত এইটুকুই প্রার্থনা বিনায়কের স্বাস্থ যেন ঠিক থাকে, মনের জোর ও হাসিমুখে গান গেয়ে চলার শক্তি যেন ওর চিরকাল থাকে।

আত্মশক্তির জয় হবেই হবে। বিনায়কের মত আরও অনেকে সমাজের কাজে আসবে নাকি?